দৈনিক বাংলা

তারিখ 13. JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

বিজ্ঞানের বই ঃ

বোর্ডের বক্তব্য

গত ১৩ই ডিসেম্বরের দৈনিক বাংলায় 'বিজ্ঞান কমিশন চাই' শিরোনামে যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকগুলি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক বৃন্দ বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। তাই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান পাঠ্য পুস্তকগুলো রচনা ও প্রকাশনা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের আওতাভুক্ত নয়। তবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের (বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের) সিলেবাস জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড নির্ধারণ করে থাকেন। বর্তমানে প্রচলিত সিলেবাসের পরিমার্জনের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বিশেষজ্ঞ নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে উন্নত মানের বিজ্ঞান ও অন্যান্য বই প্রকাশনার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে আসছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকগুলো সিলেবাসের কাঠামোগত কোন পরিবর্তন না করে আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুনভাবে লেখা হয়েছে. বর্তমানে যা বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা পড়ে আসছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের কাজ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে চলছে।

নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের আরও উন্নতমানের বিজ্ঞান পুস্তক প্রণয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড ইতিমধ্যেই উক্ত পর্যায়ের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। বিশেষজ্ঞ কমিটি নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের বজ্ঞান বইগুলোর পর্যালোচনা করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন। আশা করা যায় আগামীতে উন্নতমানের বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে।

প্রতি বছর সিলেবাস করা সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা তথ্যভিত্তিক নয়। নিম্ন মাধ্যমিকের তিনটি বই গত প্রায় সাত বছর যাবৎ পড়ানো হচ্ছে। তবে নবম ও দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইগুলো নতুন করে লেখা হলেও তার সিলেবাসের কাঠামোতে মৌলিক কোন পরিবর্তন করা হয়নি। বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে যে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ।

(সুফী মোতাহার হোসেন)
প্রধান সম্পাদক,
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড, ঢাকা।

002